THIS BOOK HAS BEEN PUBLISHED WITH
DUE PERMISSION FROM THE AUTHOR
DR. ALI MOHAMMAD EL-SALLABI

সত্যের আধুনিক প্রকাশ

মাকতাবাতুল ফুরকান

www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

عمر بن عبد العزيز

معالم التجديد والاصلاح الراشدى على منهاج النبوة

—এর অনুবাদ

জীবন ও কর্ম
উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ.

ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী

অনুবাদ
মাওলানা ইলিয়াস আশরাফ

সম্পাদনা
মুহাম্মাদ আদম আলী

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

জীবন ও কর্ম উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ.
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১০ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
www.islamibooks.com
maktabfurqan@gmail.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২২ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : মুহাররম ১৪৪৪ / আগস্ট ২০২২
প্রচ্ছদ : সিলভার লাইট ডিজাইন স্টুডিও, ঢাকা
প্রুফ সংশোধন : জাবির মুহাম্মদ হাবীব

ISBN : 978-984-94322-7-2

মূল্য : ৳৮০০.০০ (আট শত টাকা মাত্র) US $15.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী বর্তমান বিশ্বের একজন প্রসিদ্ধ সীরাত লেখক। জন্ম লিবিয়ায়, ১৯৬৩ সালে। তার গ্রন্থাবলী পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তবে *মাকতাবাতুল ফুরকান*-ই সর্বপ্রথম এদেশে তার অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশ করেছে; *জীবন ও কর্ম : আবু বকর আস-সিদ্দীক রা.*, ২০১৪। উল্লেখ্য, লেখকের সকল গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদের ক্ষেত্রে মাকতাবাতুল ফুরকান লিখিত অনুমতিপত্রও লাভ করেছে (পৃ. ১০ দ্রষ্টব্য)। এ প্রেক্ষিতেই আমাদের বর্তমান আয়োজন *জীবন ও কর্ম : উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ.*।

খুলাফায়ে রাশেদীনের অবসানের পর ৬১১ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া বংশের শাসন শুরু হয়। উমাইয়া বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন মুআবিয়া ইবনে আবু সুফইয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু। সিরিয়ার দামেস্ক ছিল তার রাজধানী। উমাইয়া খলীফাদের শাসন ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। উমাইয়া বংশের মোট চৌদ্দজন খলীফা খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন; মুআবিয়া ইবনে আবি সুফইয়ান (৬৬১-৬৮০), ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়া (৬৮০-৬৮৩), মুআবিয়া ইবনে ইয়াযীদ (৬৮৩-৬৮৪), মারওয়ান ইবনে হাকাম (৬৮৪-৬৮৫), আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান (৬৮৫-৭০৫), ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিক (৭০৫-৭১৫), সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিক (৭১৫-৭১৭), উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. (৭১৭-৭২০), ইয়াযীদ ইবনে আব্দুল মালিক (৭২০-৭২৪), হিশাম ইবনে আব্দুল মালিক (৭২৪-৭৪৩), ওয়ালিদ ইবনে ইয়াযীদ (৭৪৩-৭৪৪), ইয়াযীদ ইবনে ওয়ালিদ (৭৪৪), ইবরাহীম ইবনুল ওয়ালিদ (৭৪৪) এবং মারওয়ান ইবনে মুহাম্মাদ (৭৪৪-৭৫০)। সুতরাং উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. ছিলেন উমাইয়া বংশের অষ্টম খলীফা; কিন্তু রাষ্ট্রে খুলাফায়ে রাশেদীনের স্বর্ণযুগ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তাকে ইসলামের 'পঞ্চম খলীফা' হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়।

ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী উমাইয়া খিলাফত সম্পর্কে একটি দীর্ঘ গ্রন্থ রচনা করেন। বক্ষমাণ গ্রন্থটি মূলত ওই গ্রন্থের একটি অংশ। এখানে উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ.-এর শাসনামল, তার জীবনচরিত, ইলম অর্জন, ওয়ালিদ ও সুলাইমান খলীফাদ্বয়ের যুগে তার গুরুত্বপূর্ণ কাজ, খিলাফতের দায়িত্ব লাভ, রাষ্ট্র পরিচালনা নীতি, শূরা ও ন্যায়বিচারের প্রতি গুরুত্ব, জোরদখলকৃত সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া, সমস্ত যালেম শাসককে বরখাস্ত করা, বিধর্মী ও আহলে যিম্মীদের মাঝে ইনসাফ কায়েম করা, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে চিন্তাগত রাজনৈতিক ব্যক্তিগত বাণিজ্যিক স্বাধীনতা নিয়ে সুবিস্তরে আলোচনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন সময়ের প্রতিশ্রুতিশীল ও মেধাবী আলেম মাওলানা ইলিয়াস আশরাফ। সহজ ও সাবলীল ভাষায় অনূদিত এ গ্রন্থটিকে ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। আল্লাহ তাআলা এ লেখাকে কবুল করেন। যারা এ লেখা প্রকাশের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকেও কবুল করেন। সবাইকে এর উসিলায় বিনা হিসেবে জান্নাত নসীব করেন। আমীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
মাকতাবাতুল ফুরকান
১০ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

১০ আগস্ট ২০২২

সূচিপত্র

ভূমিকা ১১

প্রথম অধ্যায় : উমর ইবনে আব্দুল আযীযের শাসনামল

এক। জন্ম থেকে খিলাফত ১৯
দুই। ব্যক্তিত্ব গঠনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ ২৭
তিন। ইলমী মর্যাদা ৩৮
চার। ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিকের যুগে তার অবস্থান ৪০
পাঁচ। সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিকের শাসনামলে তার ভূমিকা ৫৪
ছয়। উমর ইবনে আব্দুল আযীযের খিলাফত ৬০
সাত। উমর ইবনে আব্দুল আযীযের রাষ্ট্রে স্বাধীনতা ১১৬

দ্বিতীয় অধ্যায় : উমর ইবনে আব্দুল আযীযের বিশেষ গুণাবলী ও সংস্কার-কর্ম

এক। বিশেষ গুণাবলী ১২১
দুই। উমর ইবনে আব্দুল আযীযের সংস্কার-কর্ম ১৪৫

তৃতীয় অধ্যায় : আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদা এবং উমর ইবনে আব্দুল আযীযের অবস্থান

এক। স্রষ্টার একত্ববাদ ১৬১
দুই। আসমায়ে হুসনার ব্যাপারে উমরের আকীদা ১৭০
তিন। আল্লাহর গুণাবলীর ব্যাপারে উমরের আকীদা ১৭৫
চার। কবরকে মসজিদ বানাতে নিষেধাজ্ঞা ১৭৮
পাঁচ। উমর ইবনে আব্দুল আযীযের কাছে ঈমানের মর্ম ১৮০
ছয়। আখিরাতের প্রতি ঈমান ১৮৩
সাত। কুরআন-সুন্নাহ ও খুলাফায়ে রাশেদীনের অনুসরণ ১৯৫
আট। সাহাবায়ে কিরামের মতবিরোধে তার অবস্থান ২০০
নয়। আহলে বাইত সম্পর্কে তার অবস্থান ২০২

চতুর্থ অধ্যায় : খাওয়ারেজ, শিয়া, কাদরিয়্যা, মুরজিয়া ও জাহমিয়্যাদের ব্যাপারে উমর ইবনে আব্দুল আযীযের অবস্থান

এক। খাওয়ারেজ ২০৮
দুই। শিয়া ২২৩
তিন। কাদরিয়্যা মতবাদ ২২৫
চার। মুরজিয়া ২৩৮
পাঁচ। জাহমিয়্যা মতবাদ ২৪১
ছয়। মুতাযিলা মতবাদ ২৪৭

পঞ্চম অধ্যায় : উমর ইবনে আব্দুল আযীযের সামাজিক, ইলমী ও দাওয়াতী জীবন

এক। সামাজিক জীবন ২৫৪
দুই। উমর ইবনে আব্দুল আযীয ও উলামায়ে কিরাম ৩০৩
তিন। উমরের যুগে এবং উমাইয়া রাষ্ট্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ৩০৮
চার। তাবেয়ীদের কুরআন তাফসীর পদ্ধতি ৩২৪
পাঁচ। সুন্নাহর খেদমতে উমর ও তাবেয়ীগণ ৩৩৭
ছয়। আত্মশুদ্ধিতে তাবেয়ীদের অবদান ৩৪৯
সাত। উমর ও বিজয়াভিযান ৩৯০
আট। ব্যাপক দাওয়াতের উদ্যোগ ৩৯৪

ষষ্ঠ অধ্যায় : উমর ইবনে আব্দুল আযীযের শাসনামলে আর্থিক সংস্কার

এক। রাষ্ট্রের অর্থনীতির লক্ষ্যসমূহ ৪০৮
দুই। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নতিতে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ৪১০
তিন। রাজস্ব-নীতি ৪১৭
চার। সরকারী ব্যয়-নীতি ৪৩০

সপ্তম অধ্যায় : উমরের যুগে বিচারবিভাগীয় প্রতিষ্ঠান এবং তার কিছু ফিকহী গবেষণা

এক। বিচার ও সাক্ষ্য ৪৩৮
দুই। রক্ত ও কিসাস ৪৪৩
তিন। দিয়াত প্রসঙ্গ ৪৪৫
চার। হদ তথা শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত দণ্ড ৪৪৭
পাঁচ। শিক্ষামূলক শাস্তি ৪৫৪
ছয়। বন্দীদের বিধিবিধান ৪৫৭

সাত। জিহাদের বিধিবিধান ৪৫৯
আট। বিয়ে ও তালাকের বিধিবিধান ৪৬১

অষ্টম অধ্যায় : উমর ইবনে আব্দুল আযীযের প্রশাসনিক দক্ষতা

এক। উমর ইবনে আব্দুল আযীযের প্রসিদ্ধ শাসকগণ ৪৬৬
দুই। সৎ ও যোগ্য শাসক নির্বাচন করা ৪৭১
তিন। রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধায়ন ৪৭৩
চার। রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা ৪৭৮
পাঁচ। তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনা ৪৮০
ছয়। প্রশাসনিক দুর্নীতি থেকে প্রতিরক্ষা ৪৮৩
সাত। প্রশাসন কেন্দ্রীয়করণ এবং বিকেন্দ্রীকরণ ৪৮৯
আট। উমরের প্রশাসনে নম্রনীতি ৪৯২
নয়। সময়ের গুরুত্ব ৪৯৮
দশ। প্রশাসনিক কার্যবণ্টনের নীতি ৫০৩

নবম অধ্যায় : জীবনসায়াহ্নে উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ.

এক। উমর ইবনে আব্দুল আযীযের সর্বশেষ ভাষণ ৫১৯
দুই। বিষ প্রয়োগ ৫২০
তিন। সমাধির জায়গা ক্রয় ৫২২
চার। পরবর্তী খলীফার প্রতি অসিয়ত ৫২৩
পাঁচ। মৃত্যুর সময় সন্তানদের প্রতি অসিয়ত ৫২৪
ছয়। গোসল ও কাফনদাতাকে অসিয়ত ৫২৭
সাত। সহজ মৃত্যু অপছন্দ করা ৫২৮
আট। মৃত্যুর সময় তার অবস্থা ৫২৮
নয়। মৃত্যু তারিখ ৫২৯
দশ। উমর ইবনে আব্দুল আযীযের রেখে যাওয়া সম্পদ ৫৩০
এগারো। মৃত্যুর পর মানুষের প্রশংসা ৫৩১
বারো। তাঁর সম্বন্ধে বর্ণিত কারামতসমূহ ৫৩৪
তেরো। শোকগাঁথা ৫৩৫

LETTER OF AUTHORIZATION

To Whom It May Concern

I, hereby, am granting the permission to **MOHAMMAD ADAM ALI** (Proprietor, Maktabatul Furqan, 11/1 Islami Tower, Banglabazar, Dhaka-1100, Bangladesh; Mob : +8801733211499) to translate and publish all published books of Dr. Ali Muhammad El-Sallabi into Bengali (The official and national language of Bangladesh); *Noble Life of The Prophet* (3 Vols) and the Biography of Abu Bakr As-Siddeeq ﷺ, Umar Ibn Al-Khattab ﷺ, Uthman Ibn Affan ﷺ, Ali ibn Abi Talib ﷺ (2 Vols), Umar bin Abd Al-Aziz, Salah Ad-Deen Al-Ayubi (3 Vols), al-Hasan ibn 'Ali and Muawiyah bin Abi Sufyan ﷺ.

Moreover, *Maktabatul Furqan* will be considered as a publisher & distributor of the translated books of Dr. Ali Muhammad El-Sallabi into **Bengali** worldwide.

With best wishes

Sincerely,

Name : Dr. Ali Mohamed El-Sallabi
Signature :

Date: March 8, 2018

ভূমিকা

◆

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। আমরা সকলে তাঁর প্রশংসা করি। তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি। নিজেদের মন্দ আমল ও গুনাহের অনিষ্ট থেকে তাঁর কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য প্রভু নেই। তিনি একক। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ বলেছেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَ لَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ۝

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করো এবং তোমরা পরিপূর্ণ মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১০২)

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا۝

হে মানুষ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো। যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকেই সৃষ্টি করেছেন। তার থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। তাদের দুজন থেকে অসংখ্য নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। তোমরা ওই আল্লাহকে ভয় করো, যার নামে একে অপরের কাছে (নিজেদের হক) চেয়ে থেকে। আত্মীয়দের (অধিকার খর্ব করার) ব্যাপারে সতর্ক থাকো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। (সূরা নিসা, ৪ : ১)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ قُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا۝ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا۝

হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্য-সঠিক কথা বলো; তা হলে তিনি তোমাদের কার্যাবলী শুধরে দেবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দেবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সেই মহা সাফল্য অর্জন করবে। (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৭০-৭১)

এই গ্রন্থটি মূলত নববী যুগ ও খিলাফাতে রাশেদা যুগের ধারাবাহিক অধ্যয়নের একটি ধারা। এই ধারায় ইতিপূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী প্রকাশিত হয়েছে। ঘটনাগুলো পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তদ্রুপ আবু বকর সিদ্দীক, উমর ইবনুল খাত্তাব, উসমান ইবনে আফফান, আলী ইবনে আবু তালিব ও হাসান ইবনে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুমের জীবনীও প্রকাশিত হয়েছে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের নাম রাখা হয়েছে *জীবন ও কর্ম : উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ.*।

উমাইয়া খিলাফত সম্পর্কে একটি দীর্ঘ গ্রন্থের একটি অংশ এখানে স্থান পেয়েছে। এ গ্রন্থে প্রসিদ্ধ সমাজ সংস্কারক উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ.-এর শাসনামল, তার জীবনচরিত, ইলম অর্জন, ওয়ালিদ ও সুলাইমান খলীফাদ্বয়ের যুগে তার গুরুত্বপূর্ণ কাজ, খিলাফতের দায়িত্ব লাভ, রাষ্ট্র পরিচালনা-নীতি, শূরা ও ন্যায়বিচারের প্রতি গুরুত্ব, জোর-দখলকৃত সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া, সমস্ত যালেম শাসককে বরখাস্ত করা, বিধর্মী ও আহলে যিম্মীদের প্রতি ইনসাফ কায়েম করা, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা, রাজনীতি, বিশ্বাস ও ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

তার গুণাবলী, আল্লাহভীতি, দুনিয়াবিমুখতা, বিনয়, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, ক্ষমা, প্রতিজ্ঞা, ন্যায়বিচার, দুআ এবং দুআ কবুল হওয়া ইত্যাদি বিষয়েও নাতিদীর্ঘ আলোকপাত করা হয়েছে। সংস্কারের মাইলফলক, শূরা-নীতি অনুসরণ, বিশ্বস্ততা, বিশ্বস্তদের দায়িত্বপ্রদান, আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের প্রতি তৎপরতা, ন্যায়বিচারের মূলনীতি, মুজাদ্দিদের শর্তাবলী ইত্যাদি নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

আকীদার ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদা আঁকড়ে ধরা, আল্লাহর একত্ববাদ, তাঁর নাম ও গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস, ঈমানের মর্ম,

আখিরাত ও অদৃশ্য বিষয়ের প্রতি ঈমান, কবরের আযাব ও জান্নাতের শান্তির বর্ণনা, মীযান হাউজে কাউসার পুলসিরাত জান্নাত-জাহান্নাম ও আল্লাহ তাআলার দর্শনলাভ, কিতাবুল্লাহ সুন্নাতে রাসূল ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ আঁকড়ে ধরা, সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারে তার অবস্থান, আহলে বাইতের প্রতি তার শ্রদ্ধাভক্তি, সাহাবায়ে কিরামের দ্বন্দ্ব নিয়ে তার অভিব্যক্তি ইত্যাদি বিষয়ও তুলে ধরা হয়েছে।

ভ্রান্ত চিন্তাধারা ও মতবাদ, খাওয়ারেজ শিয়া ও কাদরিয়্যা, উমরের সামাজিক জীবন, সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনের প্রতি বিশেষ নজরদান, যোগ্য শিক্ষক ও সৎ দীক্ষক নিয়োগ দিয়ে তাদের সুশিক্ষা প্রদান, শিক্ষা-কারিকুলাম নির্ধারিত করে দেওয়া, সন্তানদের ওপর এর প্রভাব ইত্যাদি বিষয়েও বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করা হয়েছে।

মানুষের সাথে তার জীবনধারা, সমাজ-সংস্কারের উদ্যোগ, জনগণকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া, অশুদ্ধ রীতিনীতি সংশোধন করে দেওয়া, গোত্র-প্রীতি প্রত্যাখ্যান করা, কবিদের কাছে ঘেঁষতে না দেওয়া, আলেমদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া, সমাজের সব শ্রেণির মানুষের মাঝে সেতুবন্ধন তৈরি করা এবং সংস্কার মিশনে এসবের অপরিসীম ভূমিকার কথা আলোচিত হয়েছে।

উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ.-এর যুগের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মাদরাসা, কুরআন তাফসীর ও হাদীসের সেবায় তাবেয়ীদের পদ্ধতি, হাদীস সংকলনের ইতিহাস, তাসাওউফের মূলনীতি, হাসান বসরীর সংক্ষিপ্ত জীবনী, উমরের সাথে তার সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ও উঠে এসেছে। কুসতুনতুনিয়ার অবরোধ উঠিয়ে দেওয়া, ব্যাপক দাওয়াতের উদ্যোগ নেওয়া, দাঈ ও আলেমদের অন্য সমস্ত কাজ থেকে অবসর করে পঠনপাঠন ও জাতিকে দিক-নির্দেশনাদানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা, আফ্রিকায় কুরআন-সুন্নাহর আলো ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আলেম প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা, হিন্দুস্তানসহ অন্যান্য দেশের রাজা-বাদশাহদের কাছে ইসলামের দাওয়াতের পত্র প্রেরণ করা এবং অমুসলিমদের ইসলামগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার বিষয়ও এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

অর্থনৈতিক সংস্কার, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও অবিচার দূরীকরণের উদ্যোগ, উমরের অর্থনীতির উদ্দেশ্য, ন্যায্যভাবে সম্পদ ও আয় বণ্টন করা, সামাজিক উন্নতি সাধন করা, উন্নয়নের যথাযোগ্য পরিবেশ তৈরি করা, সবার অধিকার নিশ্চিত করা, বাণিজ্যিক স্বাধীনতা প্রদান করা, খারাজি জমি বিক্রয় নিষেধ করে চাষাবাদের নতুন নীতি প্রণয়ন, কৃষকদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া এবং তাদের কর কমিয়ে দেওয়া, জনগণকে জমি চাষ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা, অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প হাতে নেওয়া, সরকারী ব্যয়ের নির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ.-এর বিচার-ব্যবস্থা, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে কিছু ফিকহী ইজতিহাদ, প্রশাসনিক নীতি, সৎ ও বিশ্বস্ত শাসক নিয়োগ, প্রশাসনিক দুর্নীতি দূর করতে সরাসরি হস্তক্ষেপ, শাসকদের জন্য বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা জারি করা, রাষ্ট্র সমাজ জাতি ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে শরীয়তের বিধান বাস্তবায়ন করা, রাষ্ট্রে এর প্রভাব, জনগণের নিরাপত্তা সচ্ছলতা ও সম্মানের জীবনযাপন ইত্যাদি অনেক বিষয়েই আলোকপাত করা হয়েছে।

জাতির এক দুর্যোগপূর্ণ ইতিহাসের মোড়ে উমর ইবনে আব্দুল আযীযের আবির্ভাব এবং কুরআন-সুন্নাহর নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্র ও জনজীবনকে খিলাফতের রাশেদার দিগন্তে নিয়ে যাওয়া এবং ইসলামী শরীয়ত কায়েম করার মহান প্রচেষ্টা একটি অতুলনীয় বিপ্লব—যা কেবল একজন মহান নেতার বীরত্বের কথাই প্রস্ফুটিত করে না, বরং মৌলিক নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সভ্যজীবনে পূর্ণ শক্তিতে ইসলামের ফিরে আসার সম্ভাবনা ও শক্তির কথাও ব্যক্ত করে।[১]

যারা বার বার এই বুলি আওড়ায় যে, ইসলামী শরীয়তের ও বিধিবিধানের ওপর যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে, তা প্রতি মুহূর্তে অধঃপতন, বিপর্যয় ও সমস্যার সম্মুখীন হবে এবং ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার স্বপ্ন দেখাও দিবাস্বপ্ন মাত্র—উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ.-এর খিলাফত তাদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক জ্বলজ্বলে এক দলীল। কুরআন তাদের বিরুদ্ধে

---

[১] *ফিত তাসিলিল ইসলামী লিত তারিখ*, ইমাদুদ্দীন খলীল, পৃ. ৬২।

ঘোষণা করেছে—'তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে তোমাদের দলীল-প্রমাণ নিয়ে আসো।' (সূরা বাকারা, ২ : ১১১)

৫৬৮ হিজরীতে নুরুদ্দীন যানকী রহ. উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ.-এর আদর্শ অনুসরণ করেছেন। তার নীতির ওপর চলেছেন। ফলে তার সংস্কার প্রচেষ্টায় যুগান্তকারী ফলাফল লাভ করা সম্ভব হয়েছে। উম্মাহ জাগ্রত হয়েছে। ইসলাম পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। চিরশত্রু ক্রুসেডদের ওপর বিজয় লাভ করেছে। তার অকুতোভয় ও সুযোগ্য শিষ্য সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর হাতেই মুসলিমরা বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় করতে সক্ষম হয়েছে। আল্লাহ এমন বীর আমাদের প্রচুর পরিমাণে দান করুক।

খাঁটি মুসলিমদের মতে, ইসলামের শত্রুদের প্রোপাগান্ডার বশবর্তী হয়ে নয়, বরং আল্লাহ তাআলা মানুষদের কাছে রাসূল প্রেরণ করেছেন যে উদ্দেশ্যে, তা বাস্তবায়ন করার নাম হলো সংস্কার। শুআইব আলাইহিস সালামের জাতি আকীদা-বিশ্বাস ও নীতিনৈতিকতার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিল। তিনি তার সম্প্রদায়কে বলেছেন,

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَ رَزَقَنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ؕ وَ مَاۤ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَاۤ اَنْهٰىكُمْ عَنْهُ ؕ اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ؕ وَ مَا تَوْفِيْقِيْۤ اِلَّا بِاللّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ اِلَيْهِ اُنِيْبُ ۝

হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আমাকে বলো তো, আমি যদি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক স্পষ্ট প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকি এবং তিনি বিশেষভাবে নিজের পক্ষ থেকে আমাকে উত্তম রিযিক দান করে থাকেন, (তবে তা সত্ত্বেও আমি তোমাদের ভ্রান্ত পথে কেন চলব?)। আমার এমন কোনো ইচ্ছা নেই যে, আমি যে সব বিষয়ে তোমাদের নিষেধ করি, তোমাদের অনুসরণে নিজেই তা করতে থাকব। নিজ সাধ্যমতো সংস্কার করা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য আমার নেই। আর আমি যা কিছু করতে পারি, তা কেবল আল্লাহর সাহায্যেই করতে পারি। আমি তাঁরই ওপর ভরসা রাখি এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি। (সূরা হুদ, ১১ : ৮৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত ও আদর্শকে অনুসরণ করে মানবতা সংশোধন ও সংস্কারের মহান দায়িত্ব পালন করেছেন উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ.-এর মতো উম্মতের সৎ ও যোগ্য আলেমগণ। বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সংস্কারনীতি অনুধাবন করা অপরিহার্য। এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াতেই জাতি এখন পশ্চাদপদতা, বিভ্রান্তি, বিভক্তি, দুর্বলতা ও উদাসীনতায় আক্রান্ত হয়ে গেছে।

ইসলামী ইতিহাস আমাদের এই বার্তা দেয় যে, পুনর্জাগরণ এবং ইলাহী মদদপ্রাপ্তির মাধ্যম অনেক ও অগণিত। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, আকীদা-বিশ্বাসের স্বচ্ছতা, পন্থা-নীতির স্পষ্টতা, রাষ্ট্রে আল্লাহর বিধান প্রয়োগ, জাতির মানস গঠন ও রাষ্ট্রনির্মাণে আল্লাহর অনস্বীকার্য নীতিগুলোর দিকে ঐশী নূরের আলোকে তাকানো এবং সেভাবে নেতৃত্ব প্রদান, সমাজের ব্যাধি ও জাতিগত শ্রেণি-বিন্যাস উপলব্ধি করা, ইতিহাসের সূক্ষ্ম পাঠ এবং ইহুদী-খ্রিস্টানদের ভ্রান্ত মতবাদ ও বিদআতীদের ষড়যন্ত্র টের পাওয়া এবং তাদের সাথে সে অনুযায়ী লেনদেন-কাজকর্ম করা।

এসব পুনর্জাগরণ প্রকল্পগুলো অনেক জটিল ও মিশ্র; কিতাবুল্লাহ, রাসূলের সুন্নাহ এবং আমাদের সম্মানিত সালাফদের থেকে প্রাপ্ত সঠিক উপলব্ধি অর্জন না করলে তা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। যে তা অর্জন করবে, সে তার বৈশিষ্ট্য ও কার্যকারণ সম্পর্কে সতর্ক হতে পারবে। ইসলামী ইতিহাস থেকে জাগরণ বিষয় খোরাক আহরণ করতে পারবে। সে বিশ্বাস করবে যে, এই উম্মাহ কখনো নেতৃত্বহারা হয়নি। সামরিক পরাজয় অস্থায়ী, এক সময় তা কেটে যাবে; কিন্তু সাংস্কৃতিক পরাজয় ধ্বংসাত্মক আঘাত। সঠিক সংস্কৃতি কিতাবুল্লাহ, রাসূলের সুন্নাহ, খুলাফায়ে রাশেদীনের পথ-পন্থা অনুযায়ী মজবুত ভিত্তিতে মুসলিম ব্যক্তি, মুসলিম পরিবার, মুসলিম সমাজ ও মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করে। আল্লাহ তাআলার দয়া ও নিরাপত্তায় সভ্য সংস্কৃতি নির্মাণ প্রতিভাই আজ পর্যন্ত ইসলামের কেল্লাগুলোকে অমর করে রেখেছে।

উমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ.-এর জীবনী আমাদের সহায়তা করবে সংস্কারের সঠিক নির্ভুল অর্থ উপলব্ধি করতে। নিরেট কুরআনী উপলব্ধি, আমাদের সংস্কারক আলেমগণ যেভাবে বুঝেছেন এবং যথার্থভাবে প্রয়োগ করেছেন। আধুনিক পশ্চিমা কোনো উপলব্ধি নয়, যা কিছু রাজনৈতিক চিন্তাবিদের মনে উদিত হয়েছে, যারা সঠিক বেঠিক সর্বক্ষেত্রেই পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণ করে। এমনকি পশ্চিম-লালায়িত আমাদের কিছু মুসলিম সন্তানেরা ধারণা করে যে, বিপ্লব সংস্কারের চেয়ে আরও সাধারণ, ব্যাপক এবং গভীরতর; যা পশ্চিমের সহিংসতা ছাড়া ধীরে ধীরে হালকা পরিবর্তন করার সমার্থক। যদিও পশ্চিমাদের কাছে বিপ্লব মানে হলো, সহিংস আকস্মিক আমূল পরিবর্তন সাধন করা।

তারা জানে না যে, সঠিক কুরআনী অর্থে সংস্কারের অর্থ বিপ্লব থেকে অনেক ব্যাপক, বড়ো ও গভীরতর। সংস্কার সর্বদা সুন্দর ও পরিপূর্ণতার দিকে লক্ষ্য নির্ধারণ করে। অন্যদিকে বিপ্লব কখনো কখনো নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলার দিকে ধাবিত হয়—এক সরকারের পরিবর্তে আরেক সরকার এবং এক বিচারকের পরিবর্তে অন্য বিচারক নিয়োগের মাধ্যমেই সাধারণত যা বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।[২]

যে ব্যক্তি নববী আদর্শে, খুলাফায়ে রাশেদীনের পন্থা অনুসরণ করতে আগ্রহী, উমর ইবনে আব্দুল আযীয তার জন্য একজন সংস্কারবাদী মডেল। তিনি সংস্কার-প্রকল্পে আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ ছিলেন। তাই আল্লাহ তাআলা তাকে সক্ষমতা দান করেছেন। তার প্রশংসা ও স্তুতিতে মানুষের মুখ মুখর করে দিয়েছেন। বলা হয়, আল্লাহ যদি কোনো বান্দার অভ্যন্তর পছন্দ করে ফেলেন, তার বাহ্যিক অবয়বে সক্ষমতার প্রতিভা জ্বলজ্বল করে ওঠে। আর কোনো সংস্কারকের নিয়ত যদি নিষ্কলুষ হয়, সমস্ত মানুষ অন্তর দিয়ে তার দিকে ধাবিত হয়।

সমস্ত প্রশংসা কৃতিত্ব ও অবদান আল্লাহর। আমি তাঁর কাছে কামনা করি, আমার সমস্ত আমল যেন একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্যই হয়। আমার প্রতিটি অক্ষরেই যেন তাঁর প্রতিদান লাভ করি। আমার আমলের পাল্লা যেন ভারী

---

[২] *আসারুল ইমাম মুহাম্মাদ বাশির ইবরাহীমী* ২:৬।

হয়। এই বিশাল কর্ম পরিপূর্ণ করতে যারা সহযোগিতা করেছেন, সবাই যেন পুরস্কৃত হন। আমার সমস্ত মুসলিম ভাইয়ের কাছে আমার আবেদন, আপনাদের দুআয় আমাকে স্মরণ রাখবেন।

رَبِّ اَوۡزِعۡنِیۡۤ اَنۡ اَشۡکُرَ نِعۡمَتَکَ الَّتِیۡۤ اَنۡعَمۡتَ عَلَیَّ وَ عَلٰی وَالِدَیَّ وَ اَنۡ اَعۡمَلَ صَالِحًا تَرۡضٰىهُ وَ اَدۡخِلۡنِیۡ بِرَحۡمَتِکَ فِیۡ عِبَادِکَ الصّٰلِحِیۡنَ ﴿۱۹﴾

হে আমার প্রতিপালক, আমাকে আপনার সেই নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সক্ষমতা দান করেন, যা আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছেন। আমি যেন আপনার পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি। আমাকে নিজ দয়ায় আপনার সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। (সূরা নামল, ২৭ : ১৯)

مَا یَفۡتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنۡ رَّحۡمَۃٍ فَلَا مُمۡسِکَ لَهَا ۚ وَ مَا یُمۡسِکۡ ۙ فَلَا مُرۡسِلَ لَهٗ مِنۡۢ بَعۡدِهٖ ؕ وَ هُوَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ ﴿۲﴾

আল্লাহ মানুষের প্রতি কোনো অনুগ্রহ অবারিত করলে তা নিবারণকারী কেউ নেই। তিনি কিছু নিরুদ্ধ করলে তা উন্মুক্ত করার ক্ষমতা কারও নেই। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (সূরা ফাতির, ৩৫ : ২)

দরূদ ও শান্তি বর্ষিত হোক সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর। শুরু ও শেষ—সমস্ত প্রশংসা শুধু আল্লাহরই।

একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ক্ষমা এবং সন্তুষ্টির ভিখারী
আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী

প্রথম অধ্যায়

উমর ইবনে আব্দুল আযীযের শাসনামল

এক। জন্ম থেকে খিলাফত

১। নাম, উপাধি, উপনাম ও পরিবার পরিচিতি

তার নাম উমর ইবনে আব্দুল আযীয ইবনে মারওয়ান ইবনে হাকাম ইবনে আবুল আস ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদে শামস ইবনে আবদে মানাফ। মহান ইমাম, কুরআনের হাফেজ, সুবিজ্ঞ মুজতাহিদ, দুনিয়াবিমুখ ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিত্ব। প্রকৃত অর্থেই আমীরুল মুমিনীন—মুমিনদের নেতা। উপনাম আবু হাফস। তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশের উমাইয়া শাখার সদস্য। প্রথম জীবনে বসবাস করেছেন মদীনায়, পরবর্তী সময়ে মিসরে। ধর্মনিষ্ঠ দুনিয়াবিমুখ খলীফা।

বনু উমাইয়ার আশাজ্জ তথা চেহারায় ক্ষতচিহ্নবিশি বালক।[৩] তিনি ছিলেন একজন সত্যনিষ্ঠ খলীফা এবং অন্যতম মুজতাহিদ ইমাম।[৪] সচ্চরিত্রবান। সুদর্শন। পরিপূর্ণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। সুনিপুণ কর্মদক্ষ। অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ। যথাসাধ্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তৎপর। ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী। ইসলামী আইনশাস্ত্রে পণ্ডিত। সুবোধ বিবেকসম্পন্ন ও স্বচ্ছ মেধার অধিকারী। আল্লাহর প্রতি চির অনুগত ও বিনয়ী। প্রতিপালকের একনিষ্ঠ আজ্ঞাবহ।

খলীফা হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন দুনিয়াবিমুখ। তার সহযোগী ছিল স্বল্প, কিন্তু বিরোধী যালেম শাসকদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। যারা তাকে ঘৃণা করত এবং তাদের আইনের মুখোমুখি করার কারণে তার প্রতি ক্ষিপ্ত—তবুও তিনি সত্যবচনে ছিলেন সচেষ্ট। যালেমরা অন্যায়ভাবে যত সম্পদ লুট

[৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৫:১৪৪।
[৪] প্রাগুক্ত ৫:১১৪।

করেছিল, তিনি তাদের থেকে তা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন এবং তাদের ভাতা কমিয়ে দিয়েছিলেন। তাই তারা উপর্যুপরি ষড়যন্ত্র করে তাকে বিষপান করায়। তিনি শাহাদাত বরণ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। হকপন্থী আলেমদের কাছে গণ্য হন একজন সত্যনিষ্ঠ খলীফা ও ধর্মনিষ্ঠ আলেম হিসেবে।[৫] তিনি ছিলেন বিশুদ্ধভাষী ও দক্ষ বাগ্মী।[৬] রাহিমাহুল্লাহ।

২। পিতা

তার পিতার নাম আব্দুল আযীয ইবনে মারওয়ান ইবনে হাকাম। তিনি ছিলেন বনু উমাইয়ার শ্রেষ্ঠ আমীরদের একজন। বীর ও উদার। বিশ বছরের চেয়েও অধিক সময় মিসরের শাসনকর্তা ছিলেন। তার সততা ও খোদাভীতির অনুপম একটি দৃষ্টান্ত হলো, তিনি যখন বিয়ে করার ইচ্ছা করলেন, তার তত্ত্বাবধায়ককে বললেন, আমার উৎকৃষ্ট সম্পদ থেকে চারশ দীনার একত্র করো। আমি নেক পরিবারের মেয়ে বিয়ে করার মনস্থ করেছি। অতঃপর তিনি আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর দৌহিত্রী উম্মে আসিম বিনতে আসিমকে বিয়ে করেন। বলা হয় তার নাম ছিল লায়লা।[৭] খাত্তাব পরিবারে তার বিয়ে করা সম্ভবপর ছিল না, যদি না তারা তার চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতা এবং অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত না থাকতেন।

আব্দুল আযীয যৌবনকালেই ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী। ইলম অর্জনের অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও একাগ্রতা এবং হাদীসে নববীর প্রতি তার ঝোঁক ছিল অসামান্য। তিনি আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহুসহ অনেক সাহাবীর হাদীসের মজলিসে বসেছেন এবং তাদের থেকে হাদীস শুনেছেন। মিসরের শাসক হওয়ার পরও হাদীসের প্রতি তার ঝোঁক অব্যাহত ছিল। তাই তিনি শামের কাসির ইবনে মুররার কাছে আবেদন করেন যে, আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহুর সনদ ব্যতীত তার কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যত হাদীস আছে, সেগুলো যেন তার কাছে প্রেরণ করেন। কেননা, আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহুর সনদের হাদীসগুলো তার কাছেই বিদ্যমান ছিল।[৮]

[৫] প্রাগুক্ত ৫:১২০।
[৬] প্রাগুক্ত ১:১৩৬।
[৭] *আব্দুল আযীয ইবনে মারওয়ান ওয়া সিরাতুহু ওয়া আসারুহু*, ৫৮।
[৮] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* ৪:৪৭